দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 10 JUN 2008 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শিক্ষাখাতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ

দরিদ্র ছাত্রদের জন্যও উপবৃত্তি চালু হবে

স্টাফ রিপোর্টার

প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৬ হাজার ২শ' ৯৬ কোটি টাকা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেটে ৫ হাজার ৭শ' কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। শিক্ষা খাতে মোট বাজেট ১১ হাজার ৯শ' ৯৬ কোটি টাকা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুন্নয়ন ব্যয় ৩ হাজার ৩৩১ কোটি এবং পৃঃ ৫ ঃ ক ঃ ২

শিক্ষাখাতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উন্নয়ন ব্যয় ২ হাজার ৩৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুন্নয়ন ব্যয় ৫ হাজার ৩০৭ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয় ৯৮৯ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষাবঞ্চিত ৩৩ লাখ নব্যসাক্ষর ব্যক্তির শিক্ষাকে ধরে রাখা এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে আয়বর্ধকমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের অনুপাত ৫৫ থেকে ৪৬-এ কমিয়ে আনা এবং ২০০৯ সালের মধ্যে নীট ভর্তির হার ৯০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রদের ভর্তির হার বাড়ানোর লক্ষ্যে ছাত্রী উপবৃত্তির পাশাপাশি আগামী বছর ১২১টি উপজেলায়, দরিদ্র ছাত্রদের জন্য উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু করা হবে। উপবৃত্তি কার্যক্রমের কারণে নারীশিক্ষার তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। ফলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীর সংখ্যা ৫২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ছাত্রীদের উপবৃত্তি কার্যক্রমেও শিক্ষার মান বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়ে নীতিমালা পরিমার্জন করা হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে শিক্ষার গুণগত মান কমিয়ে আনার লক্ষ্যে যে সকল উপজেলায় সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় নেই সেখানে একটি করে মডেল উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া ৬৩টি বিদ্যালয়কে মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরের জন্য বাছাই করা হচ্ছে।

গতকাল (সোমবার) অর্থ উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জ্জা মোঃ আজিজুল ইসলামের ঘোষিত বাজেট বক্তৃতা থেকে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থ উপদেষ্টা বাজেট বক্তব্যে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ, গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রায় ২ হাজার ৮শ' কোটি টাকা ব্যয়ে ছয় বছর মেয়াদি দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। বছরে প্রায় ৫৫ লাখ ছাত্রছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের ফলে ইতোমধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীর অনুপাত ৫০ ঃ ৫০-এ উন্নীত হয়েছে। দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৯৮ শতাংশ বেসরকারী। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী অর্থ প্রদানকে তাদের অর্জিত সাফল্যের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। পাইলট ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে এবং মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ কাজ করছে। অর্থ উপদেষ্টা বাজেট বক্তব্যে বলেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ২ থেকে ৩ শতাংশ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অধ্যয়ন করছে। জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে দেশের যুবশক্তিকে অধিক হারে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করা হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করে বলেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে বাংলাদেশ জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করে যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও তা করা সম্ভব। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, গত কয়েক বছর বেসরকারী খাতে উচ্চশিক্ষায় ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার মান ধরে রাখার লক্ষ্যে সম্প্রতি সরকার বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, ২০০৮ অনুমোদন করেছে। এই অধ্যাদেশের আওতায় গঠিত হবে এক্রিডিটেশন কাউন্সিল। এই কাউন্সিল উচ্চশিক্ষার মান আন্তর্জাতিক মানের সাথে তুলনা করে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মানগত অবস্থান নির্ধারণ করবে। গত বছর জৌতবিজ্ঞান, গাণিতিক বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান ক্ষেত্রসমূহে গবেষণার জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। আগামী অর্থবছরে এ বাবদ ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।